দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 17 JAN 1988
পৃষ্ঠা 2 কলাম 1

021

দৈনিক ইত্তেফাক

রবিবার, ২রা মাঘ, ১৩৯৪

# প্রাথমিক শিক্ষার সংকট

পত্রিকান্তরে প্রকাশিত একটি খবরে মীর্জাগঞ্জ নামক একটি উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষার যে শোচনীয় চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহাতে উদ্বিগ্ন বোধ না করিয়া পারা যায় না। খবরটিতে জানা যায়, প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাব, বিদ্যালয় ভবনের জরাজীর্ণ দশা, আসবাবপত্র ও বিভিন্ন উপকরণ-সহ নানা সমস্যায় মীর্জাগঞ্জ উপজেলার বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় দারুণ বিঘ্ন হ[illegible]ছে। এখানকার ৬০টি স[illegible] বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৮টি বিদ্যালয় ভবনই জরাজীর্ণ। কয়েকটি বিদ্যালয় ভবনের বেড়া পর্যন্ত নাই। আসবাবপত্রসহ অন্যান্য শিক্ষা উপকরণেরও অভাব। ইহাছাড়া প্রায় সব বিদ্যালয়েই আছে শিক্ষকের অভাব। বলা বাহুল্য, এই অবস্থা কেবল মীর্জাগঞ্জ উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। দুই-এক স্থানে ব্যতিক্রম বাদে দেশের প্রায় সব গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির অবস্থাই কমবেশি এই একই রকম। মীর্জাগঞ্জ উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিও এই শোচনীয় অবস্থারই দৃষ্টান্ত। গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয় তথা প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে এই সমস্যা ও সংকটের মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়া শিক্ষাবিস্তার ও শিক্ষার অগ্রগতি যে সম্ভব নয়, তাহা আশা করি অধিক স্মরণ করাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন নাই।

শহরাঞ্চলের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে যখন উপ্‌চাইয়া পড়া ভিড় তখন গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলিতে প্রাথমিক স্তরেই ছাত্র-ছাত্রীর অভাব। কিছুদিন আগেই এ সংক্রান্ত যে পর্যালোচনা রিপোর্টটি পত্রিকায় ছাপা হইয়াছিলো তাহাতেও দেখা যায় গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক স্কুলগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। প্রাথমিক স্তরেই ড্রপ আউট বা স্কুলত্যাগী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা শতকরা ৫০ ভাগ। অর্থনৈতিক দুর্দশার কারণেই বহু ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া ছাড়িয়া জীবিকার সন্ধানে ছুটিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছে। এদিকে গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক স্কুলগুলি নানা সমস্যায় নিপতিত। বহু স্কুলেই স্কুল-ভবনের অবস্থা শোচনীয়। অনেক স্কুল-ভবনেই বেড়া নাই। চেয়ার, টেবিল-বেঞ্চ বলিতেও প্রায় কিছুই নাই। এমনও অনেক স্কুল আছে যেখানে ছেলেমেয়েদের মাদুরে বসিয়া লেখাপড়া করিতে হয়। ইহা ছাড়াও বই-পুস্তকের সমস্যা যেমন আছে তেমনি কাগজ-খাতা-পেন্সিলসহ অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের অভাব ও মূল্যবৃদ্ধি।

দেশে শিক্ষাবিস্তার ও সার্বজনীন শিক্ষার কথা হামেশাই বলা হইয়া থাকে। ২০০০ সালের মধ্যে 'সকলের জন্য স্বাস্থ্যের' মতোই 'সকলের জন্য শিক্ষার' কথাও শোনা যায়। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেই এই ধরনের সমস্যা ও সংকট বিদ্যমান। যে দেশে এখনো সরকারী হিসাবেই শিক্ষিতের হার শতকরা মাত্র ২২ জন সে দেশেই প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই অবস্থা। গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা জীবনকে এরূপ উপেক্ষিত ও সমস্যাপীড়িত রাখিয়া শিক্ষার প্রসার বা উন্নয়ন যে সম্ভব নয় সে কথাটি সংশ্লিষ্ট সকলেরই হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করা কর্তব্য এবং সে অনুযায়ী সমস্যা শোধনের আশু পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।